

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ১০, ২০০৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৬ কার্তিক ১৪১২/৩১ অক্টোবর ২০০৫

এস, এর, ও নং ৩০৮/আইন/২০০৫—যেহেতু বাংলাদেশে প্রচলিত The Income Tax Ordinance, 1984 (XXXVI of 1984) এবং তুরস্ক প্রজাতন্ত্রে প্রচলিত এতদসংক্রান্ত আইনের অধীনে দৈত করারোপণ পরিহার এবং আয়ের উপর কর সম্পর্কিত রাজস্ব ফাঁকি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং তুরস্ক প্রজাতন্ত্র সরকারের মধ্যে ৩১ অক্টোবর ১৯৯৯ তারিখে নিম্নতফসিলে বর্ণিত চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত চুক্তির বিধানাবলী বাংলাদেশে কার্যকর করা প্রয়োজন;

সেহেতু, The Income Tax Ordinance, 1984 (XXXVI of 1984) এর section 144 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার এতদ্বারা নিম্নতফসিলে বর্ণিত চুক্তির বিধানাবলী ১ জুলাই ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখে আরম্ভ কর বৎসর হইতে বাংলাদেশে কার্যকর হইবে মর্মে বিধান করিল, যথা :—

আয়করের উপর দৈত করারোপণ পরিহার এবং রাজস্ব ফাঁকি প্রতিরোধের জন্য
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও তুরস্ক প্রজাতন্ত্র সরকারের মধ্যে চুক্তি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

এবং

তুরস্ক প্রজাতন্ত্র সরকার

আয়করের উপর দৈত করারোপণ পরিহার এবং রাজস্ব ফাঁকি প্রতিরোধের জন্য চুক্তি সম্পাদনের
অভিপ্রায়ে নিম্নরূপ চুক্তিতে সম্মত হইলেন :

(৯৭৯৯)

মূল্য : টাকা ১২.০০

অনুচ্ছেদ-১

চুক্তির আওতাধীন ব্যক্তিবর্গ

চুক্তি সম্পাদনকারী এক অথবা উভয় রাষ্ট্রের নিবাসী ব্যক্তিদের প্রতি এই চুক্তি প্রযোজ্য হইবে।

অনুচ্ছেদ-২

চুক্তির আওতাধীন করসমূহ

- (১) চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্র অথবা উহার রাজনৈতিক উপ-বিভাগ অথবা উহার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অথবা কর্তৃপক্ষের পক্ষে আরোপিত আয়করের ক্ষেত্রে, উহা যেভাবেই ধার্যকৃত হউক না কেন এই চুক্তি প্রযোজ্য হইবে।
- (২) অস্থাবর অথবা স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফার উপর আরোপিত আয় সমেত মোট আয় কিংবা আয়ের উপাদানসমূহের উপর আরোপিত কর এবং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত মোট বেতন ও মজুরীর উপর আরোপিত কর আয়ের উপর কর বলিয়া গণ্য হইবে।
- (৩) এই চুক্তি যে সকল বিদ্যমান করের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেইগুলি নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) তুরস্কের ক্ষেত্রে :

১। আয়কর ;

২। কর্পোরেট আয়কর; এবং

৩। আয়কর ও কর্পোরেট করের উপর ধার্যকৃত লেভী;

(অতঃপর “তুরস্কের কর” বলিয়া উল্লেখিত)

(খ) বাংলাদেশের ক্ষেত্রে :

আয়কর

(অতঃপর “বাংলাদেশ কর” বলিয়া উল্লেখিত)।

- (৪) চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর বিদ্যমান করসমূহের অতিরিক্ত কিংবা উহাদের পরিবর্তে আরোপিত কোন অভিনু বা মূলতঃ একই ধরনের করসমূহের ক্ষেত্রেও এই চুক্তি প্রযোজ্য হইবে। চুক্তি সম্পাদনকারী রাষ্ট্রদ্বয়ের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষগণ তাহাদের নিজ নিজ কর আইনে আনীত যে কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সম্পর্কে পরস্পর পরস্পরকে অবহিত করিবেন।

অনুচ্ছেদ-৩

- (১) প্রসংগের প্রয়োজনে ভিন্নরূপ না হইলে, এই চুক্তির উদ্দেশ্যে

(ক) (I) “তুরস্ক” বলিতে তুরস্কের এলাকা এবং জলসীমাকে বুঝাইবে। ইহা ছাড়া আর্ন্তজাতিক আইন অনুসারে প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান, উৎকর্ষ সাধন ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে তুরস্কের সমুদ্রতীরবর্তী এলাকাকে বুঝাইবে যাহার উপর ইহার অধিক্ষেত্র ও সার্বভৌম ক্ষমতা বিদ্যমান।

(II) “বাংলাদেশ” বলিতে বাংলাদেশের এলাকা এবং জলসীমাকে বুঝাইবে। ইহা ছাড়া আর্ন্তজাতিক আইন অনুসারে প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান, উৎকর্ষ সাধন ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের সমুদ্রতীরবর্তী এলাকাকে বুঝাইবে যাহার উপর ইহার অধিক্ষেত্র ও সার্বভৌম ক্ষমতা বিদ্যমান।

- (খ) “চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্র” এবং “চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্র” বলিতে প্রসংগের প্রয়োজন অনুযায়ী বাংলাদেশ অথবা তুরস্ককে বুঝাইবে।
- (গ) “কর” বলিতে অনুচ্ছেদ-২ এ বর্ণিত চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করসমূহকে বুঝাইবে।
- (ঘ) “ব্যক্তি” বলিতে একক ব্যক্তি, কোম্পানী বা অন্যকোন ব্যক্তিবর্গ অন্তর্ভুক্ত হইবে।
- (ঙ) “কোম্পানী” অর্থ কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থাকে অথবা করারোপণের উদ্দেশ্যে সংবিধিবদ্ধ সংস্থারূপে গণ্য অন্য কোন সত্তা।
- (চ) তুরস্কের ক্ষেত্রে, “আইনানুগ প্রধান অফিস” বলিতে নিবন্ধনকৃত অফিস যাহা তুরস্কের বাণিজ্যিক কোড অনুযায়ী নিবন্ধিত।
- (ছ) “নাগরিক” বলিতে চুক্তি সম্পাদনকারী রাষ্ট্রের জাতীয়তা অথবা নাগরিকত্ব লাভের অধিকারী সকল ব্যক্তিকে বুঝাইবে এবং চুক্তি সম্পাদনকারী কোন রাষ্ট্রে বলবৎ আইনবলে আইনানুগ মর্যাদা সম্পন্ন কোন ব্যক্তি, অংশিদারিত্ব ও সংঘকে বুঝাইবে।
- (জ) “চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের উদ্যোগ” এবং “চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রের উদ্যোগ” বলিতে যথাক্রমে চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের কোন নিবাসী কর্তৃক পরিচালিত উদ্যোগ এবং চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রের নিবাসী কর্তৃক পরিচালিত উদ্যোগকে বুঝাইবে।
- (ঝ) “উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ” বলিতে :
- (১) তুরস্কের ক্ষেত্রে তুরস্কের অর্থমন্ত্রী অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত প্রতিনিধিত্বকে বুঝাইবে, এবং
 - (২) বাংলাদেশের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত প্রতিনিধিকে বুঝাইবে।
- (ঞ) “আন্তর্জাতিক পরিবহন ব্যবস্থা” বলিতে চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের কোন উদ্যোগ কর্তৃক পরিচালিত নৌ পরিবহন, বিমান পরিবহন অথবা স্থল পরিবহনকে বুঝাইবে, তবে চুক্তি সম্পাদনকারী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানের মধ্যে উক্ত জাহাজ, সড়ক যানবাহন অথবা বিমান কর্তৃক পরিচালিত পরিবহন বুঝাইবে না।
- (২) চুক্তি সম্পাদনকারী কোন রাষ্ট্র কর্তৃক এই চুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে, প্রসংগের প্রয়োজন অন্যরূপ না হইলে, এই চুক্তিতে যে শব্দের কোন সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই সেই শব্দ উক্ত রাষ্ট্রের কর আইন অনুযায়ী এই চুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অর্থ বহন করিবে। রাষ্ট্রের বিদ্যমান কর আইন অনুসারে কোন শব্দের অর্থ রাষ্ট্রের অন্য কোন আইনে প্রদত্ত অর্থের উপর বলবৎ থাকিবে।

অনুচ্ছেদ-৪

নিবাসী

- (১) এই চুক্তির উদ্দেশ্যে “চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের নিবাসী” বলিতে ঐ রাষ্ট্রে তাহার স্থায়ী নিবাস, অস্থায়ী আবাস স্থল, আইনানুগ প্রধান অফিস, ব্যবস্থাপনার স্থান থাকিবার কারণে অথবা অনুরূপ প্রকৃতির অন্য কোন নীতি অস্থায়ী কোন কারণে উক্ত রাষ্ট্রের আইনাবলি ক্রমোপযোগ্য কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবে এবং রাষ্ট্রে রাজনৈতিক উপ-বিভাগ অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে। কিন্তু উক্ত রাষ্ট্রের মধ্যে কেবলমাত্র কোন উৎস হইতে উদ্ভূত আয়ের উপর করদানে বাধা কোন ব্যক্তি এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।
- (২) যে ক্ষেত্রে ১ প্যারার বিধানাবলীর কারণে কোন ব্যক্তি চুক্তি সম্পাদনকারী উভয় রাষ্ট্রের নিবাসী হন, সেই ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিধি অনুসারে তাহার মর্যাদা নির্ধারিত হইবে :
- (ক) চুক্তি সম্পাদনকারী যে রাষ্ট্রে তাহার নিজের ব্যবহারের জন্য স্থায়ী বাড়ী রহিয়াছে তিনি সেই চুক্তি সম্পাদনকারী রাষ্ট্রের নিবাসী বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি চুক্তি সম্পাদনকারী উভয় রাষ্ট্রেই তাহার নিজের ব্যবহারের জন্য স্থায়ী বাড়ী থাকে তাহা হইলে চুক্তি সম্পাদনকারী যে রাষ্ট্রের সহিত তাহার ব্যক্তিগত ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক (অতীত গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থের কেন্দ্র) ঘনিষ্ঠতর তিনি সেই চুক্তি সম্পাদনকারী রাষ্ট্রের নিবাসী বলিয়া গণ্য হইবেন;
- (খ) চুক্তি সম্পাদনকারী কোন রাষ্ট্রে তাহার গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থের উৎস রহিয়াছে তাহা নির্ণয় করিতে না পারা গেলে অথবা চুক্তি সম্পাদনকারী কোন রাষ্ট্রেই তাহার নিজের ব্যবহারের জন্য কোন স্থায়ী বাড়ী না থাকিলে তিনি চুক্তি সম্পাদনকারী সেই রাষ্ট্রের নিবাসী বলিয়া গণ্য হইবেন, যে চুক্তি সম্পাদনকারী রাষ্ট্রে তিনি সচরাচর বসবাস করিয়া থাকেন;
- (গ) যদি চুক্তি সম্পাদনকারী উভয় রাষ্ট্রেই তিনি সচরাচর বসবাস করেন, অথবা উহাদের কোনটিতেই যদি তিনি বসবাস না করেন, তাহা হইলে তিনি চুক্তি সম্পাদনকারী যে রাষ্ট্রের নাগরিক সেই রাষ্ট্রের নিবাসী বলিয়া গণ্য হইবেন;
- (ঘ) যদি তিনি চুক্তি সম্পাদনকারী উভয় রাষ্ট্রের নাগরিক হন অথবা উহাদের কোনটিরই নাগরিক না হন, তাহা হইলে চুক্তি সম্পাদনকারী রাষ্ট্রদ্বয়ের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষগণ পারস্পরিক সম্মতিক্রমে বিষয়টির মীমাংসা করিবেন।
- (৩) যে ক্ষেত্রে ১ প্যারার বিধানাবলীর কারণে, একক ব্যক্তি ব্যতীত কোন ব্যক্তি চুক্তি সম্পাদনকারী উভয় রাষ্ট্রের নিবাসী হন, সেই ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি সেই রাষ্ট্রের নিবাসী বলিয়া গণ্য হইবেন যে রাষ্ট্রে তাহার কার্যকর ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্র অবস্থিত। অবশ্য যদি এই ধরনের ব্যক্তির কার্যকর ব্যবস্থাপনার স্থান চুক্তি সম্পাদনকারী কোন এক দেশে থাকে এবং আইনানুগ কার্যালয় অপর দেশে থাকে তবে চুক্তি সম্পাদনকারী দেশদ্বয়েরই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই চুক্তির উদ্দেশ্যে কোন রাষ্ট্রের নিবাসী বলিয়া গণ্য হইবেন তাহা নির্ধারণ করিবেন।

অনুচ্ছেদ-৫

স্থায়ী প্রতিষ্ঠান

- (১) এই চুক্তির উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে “স্থায়ী প্রতিষ্ঠান” বলিতে কারবারের সেইরূপ নির্দিষ্ট স্থানকে বুঝাইবে যে স্থানে উক্ত উদ্যোগের কারবার সামগ্রিকভাবে বা আংশিকভাবে পরিচালিত হয়।
- (২) “স্থায়ী প্রতিষ্ঠান” বলিতে বিশেষভাবে নিম্নলিখিতগুলি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে :
- (ক) ব্যবস্থাপনার স্থান
- (খ) শাখা
- (গ) অফিস
- (ঘ) কারখানা
- (ঙ) কর্মশিবির
- (চ) ব্যক্তি মালিকানাধীন যে পণ্যাগার সম্পূর্ণভাবে অন্যদের মামলা করার সুবিধার্থে ব্যবহার করিতে দেওয়া হয় সেইরূপ পণ্যাগার এবং
- (ছ) মনি, তৈল অথবা গ্যাস কূপ, ভূগর্ভস্থ মনি অথবা প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের জন্য অন্য কোন স্থান।
- (৩) নির্মাণ ক্ষেত্র, নির্মাণ প্রকল্প অথবা যন্ত্রাদি সংযোজন অথবা স্থাপন প্রকল্পের কাজ ১২ মাসের অধিককাল বিদ্যমান থাকিলে তাহা “স্থায়ী প্রতিষ্ঠান” বলিয়া গণ্য হইবে।
- (৪) এই অনুচ্ছেদের পূর্ববর্তী বিধানাবলীতে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সত্ত্বেও স্থায়ী প্রতিষ্ঠান বলিতে নিম্নলিখিতগুলি ইহার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে না।
- (ক) উদ্যোগের মালিকানাধীন দ্রব্য বা পণ্যসামগ্রী কেবলমাত্র গুদামজাতকরণ প্রদর্শন অথবা সরবরাহের উদ্দেশ্যে সুবিধাদির সচিবহার;
- (খ) কেবল গুদামজাতকরণ, প্রদর্শন বা সরবরাহের উদ্যোগের মালিকানাধীন দ্রব্য বা পণ্যসামগ্রীর মঞ্জুদ রক্ষণাবেক্ষণ;
- (গ) উদ্যোগের মালিকানাধীন মঞ্জুদ দ্রব্য বা পণ্যসামগ্রী অন্য কোন উদ্যোগ কর্তৃক কেবলমাত্র প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ;
- (ঘ) উদ্যোগের জন্য কেবলমাত্র দ্রব্য বা পণ্যসামগ্রী ক্রয় করার উদ্দেশ্যে কিংবা তথ্য সংগ্রহের নিমিত্তেও কারবারের নির্দিষ্ট স্থান রক্ষণাবেক্ষণ;
- (ঙ) কেবলমাত্র বিজ্ঞাপন, তথ্য সরবরাহ বৈজ্ঞানিক গবেষণা অথবা প্রস্তুতিমূলক বা উহার সহায়ক প্রকৃতির কার্যাবলী চালাইবার উদ্দেশ্যে উদ্যোগের জন্য কারবারের নির্দিষ্ট স্থান রক্ষণাবেক্ষণ;
- (চ) ক হইতে গ উপ-প্যারায় উল্লেখিত কার্যাবলীর যে কোনরূপ সমন্বয় সাধনের জন্য কারবারের নির্দিষ্ট স্থান রক্ষণাবেক্ষণ যদি এইরূপ সমন্বিত কাজের সামগ্রিক তৎপরতা প্রস্তুতিমূলক বা সহায়ক প্রকৃতির হয়।

- (৫) প্যারার ১ ও ২ এর বিধানাবলী সত্ত্বেও স্বতন্ত্র মর্যাদাসম্পন্ন কোন এজেন্ট ব্যতীত কোন ব্যক্তি যাহার ক্ষেত্রে প্যারা ৬-এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে তিনি যদি উদ্যোগের পক্ষে কাজ করেন এবং উদ্যোগের নামে চুক্তি সম্পাদনের কর্তৃত্ব যদি তাহার থাকে এবং তিনি উহা সচরাচর প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি কর্তৃক উদ্যোগের জন্য গৃহীত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদনকারী দেশে ঐ উদ্যোগকে স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করা হইবে যদি না ঐ ব্যক্তির কার্যক্রম প্যারা-৪ এ বর্ণিত কার্যক্রমের সীমিত থাকে যাহা স্থায়ী ব্যবসা স্থাপনের মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু ঐ প্যারার বিধান অনুযায়ী এই স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে না।
- (৬) কোন উদ্যোগ যদি কোন চুক্তি সম্পাদনকারী রাষ্ট্রে উহার কোন দালাল, সাধারণ কমিশন এজেন্ট অথবা স্বাধীন মর্যাদাসম্পন্ন কোন এজেন্টের মাধ্যমে কারবার পরিচালনা করে এবং যদি উক্ত ব্যক্তিগণ তাহাদের সাধারণ কারবার পরিচালনাকালে তাহারা কার্যরত থাকেন, তবে কেবলমাত্র সেই কারণে উক্ত রাষ্ট্রে উক্ত উদ্যোগের কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।
- (৭) চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের নিবাসী কোন কোম্পানী অপর চুক্তি সম্পাদনকারী রাষ্ট্রের কোন কোম্পানীকে নিয়ন্ত্রণ করিলে বা তদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলেই অথবা উহা উক্ত অপর রাষ্ট্রে (কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বা ভিন্নরূপে) উহার কারবার পরিচালনা করিলেই উক্ত যে কোন কোম্পানী অপর কোম্পানীর স্থায়ী প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য হইবে না।

অনুচ্ছেদ-৬

স্বাবর সম্পত্তি হইতে আয়

- (১) চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের কোন নিবাসী কর্তৃক চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে অবস্থিত তাহার স্বাবর সম্পত্তি (কৃষি অথবা বন সম্পদ হইতে প্রাপ্য আয়সহ) হইতে প্রাপ্ত আয় উক্ত অপর রাষ্ট্রেই করযোগ্য হইবে।
- (২) চুক্তি সম্পাদনকারী যে রাষ্ট্রে আলোচ্য স্বাবর সম্পত্তি অবস্থিত সেই রাষ্ট্রের আইন অনুসারে “স্বাবর সম্পত্তি” যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থ বহন করিবে। স্বাবর সম্পত্তি আনুবাংগিক সম্পত্তি, গবাদিপশু, কৃষি ও বনশিল্পে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি এবং যে কোন ক্ষেত্রে ভূ-সম্পত্তি সংক্রান্ত যে সকল অধিকারের ক্ষেত্রে সাধারণ আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য এইরূপ অধিকার এবং কাজের বিনিময়ে পরিবর্তনশীল বা নির্ধারিত পরিমাণ মজুরীর অধিকার বা কাজের অধিকার এবং খনিজ সম্পদ, উহার উৎস ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিকারসমূহ “স্বাবর সম্পত্তির” অন্তর্ভুক্ত হইবে। জাহাজ, নৌকা ও উড়োজাহাজ স্বাবর সম্পত্তিরূপে গণ্য হইবে না।
- (৩) এই অনুচ্ছেদের-১ প্যারার বিধানসমূহ স্বাবর সম্পত্তির সরাসরি ব্যবহার, ভাড়া দেওয়া বা অন্য যে কোন উপায়ে উহা ব্যবহার বাবদ প্রাপ্ত আয়ের উপর প্রযোজ্য হইবে।
- (৪) এই অনুচ্ছেদের ১ ও ৩ প্যারার বিধানসমূহ কোন উদ্যোগের স্বাবর সম্পত্তির আয় এবং স্বতন্ত্রভাবে ব্যক্তিগত কর্মে ব্যবহৃত স্বাবর সম্পত্তির আয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

অনুচ্ছেদ-৭

ব্যবসায়ের মুনাফা

- (১) চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের কোন উদ্যোগের মুনাফা কেবল উক্ত রাষ্ট্রের করযোগ্য হইবে যদি উক্ত উদ্যোগ চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা না করে। যদি উক্ত অপর রাষ্ট্রে উহার ব্যবসা পরিচালনা করে, তাহা হইলে উক্ত উদ্যোগের মুনাফার উপর রাষ্ট্রে করারোপণ করা যাইবে, তবে তাহা উক্ত স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের উপর করারোপযোগ্য মুনাফাসমূহের ক্ষেত্রে মাত্র কার্যকর হইবে।
- (২) এই অনুচ্ছেদের প্যারা ৩-এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, যে ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের কোন উদ্যোগ চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেখানে ব্যবসা পরিচালনা করা সেইক্ষেত্রে উহা যদি কোন স্বতন্ত্র ও পৃথক উদ্যোগ হিসাবে নিয়োজিত থাকিয়া একই বা অনুরূপ শর্তানুসারে একই বা অনুরূপ কার্যাবলী পরিচালনা করিত এবং উহা যে উদ্যোগের স্থায়ী প্রতিষ্ঠান উহার সহিত যদি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ব্যবসা করিত তাহা হইলে যে পরিমাণ মুনাফা অর্জিত হইত বলিয়া আশা করা যাইত তদ্রূপ মুনাফা চুক্তি সম্পাদনকারী উভয় রাষ্ট্রে ঐ স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের উপর আরোপিত হইবে।
- (৩) কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের মুনাফা নির্ধারণে উক্ত স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী ও সাধারণ প্রশাসনিক ব্যয়সহ সকল ব্যয়, উক্ত ব্যয় স্থায়ী প্রতিষ্ঠান যেই রাষ্ট্রে অবস্থিত সেই রাষ্ট্রে হউক কিংবা অন্য কোথাও হউক, উহা কর্তন হিসাবে বাদ যাইবে।
- (৪) কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উহার উদ্যোগ এর জন্য দ্রব্য অথবা পণ্যসামগ্রী ক্রয় করা হয় কেবলমাত্র এই কারণেই উক্ত স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের উপর কোন মুনাফা আরোপিত হইবে না।
- (৫) পূর্ববর্তী প্যারাগুলির উদ্দেশ্যে স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রতি আরোপণীয় মুনাফা, বিপরীতে সঠিক ও পর্যাপ্ত কারণ না থাকিলে, প্রতি বৎসর একই পদ্ধতিতে নির্ধারণ করা হইবে।
- (৬) যে ক্ষেত্রে মুনাফার মধ্যে এইরূপ আয় অন্তর্ভুক্ত থাকে যাহা সম্পর্কে এই চুক্তির অন্যান্য অনুচ্ছেদে পৃথকভাবে ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে সেই ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী দ্বারা ঐ সকল অনুচ্ছেদের বিধানাবলী লংঘিত হইবে না।

অনুচ্ছেদ-৮

জাহাজ, বিমান ও সড়ক পরিবহন

- (১) আন্তর্জাতিক পরিবহন ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদনকারী একটি রাষ্ট্রের উদ্যোগ কর্তৃক বিমান অথবা সড়ক পরিবহন হইতে প্রাপ্ত আয় কেবলমাত্র উক্ত রাষ্ট্রেই করযোগ্য হইবে।
- (২) চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের কোন উদ্যোগ (enterprise) কর্তৃক চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক পরিবহন পথে জাহাজ চলাচলের মাধ্যমে অর্জিত আয় উক্ত অপর রাষ্ট্রে করযোগ্য হইতে পারে, তবে উক্ত অপর রাষ্ট্রে অনুরূপ আয়ের উপর যে কর ধার্য করা হইবে উহার শতকরা পঞ্চাশ ভাগের সমপরিমাণ কর হ্রাস করা হইবে।
- (৩) এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যে চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের উদ্যোগ কর্তৃক কনটেইনার ব্যবহার বা ভাড়া হইতে প্রাপ্ত আয় যদি উক্ত আয় ১ ও ২ প্যারার বিধানাবলীর সাথে প্রাসঙ্গিক হয়—আন্তর্জাতিক পরিবহন ক্ষেত্রে জাহাজ চলাচল বা বিমান পরিবহন হইতে উদ্ভূত আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে।
- (৪) ১ ও ২ প্যারার বিধানাবলী কোন পুল, যৌথ ব্যবসা অথবা আন্তর্জাতিকভাবে পরিচালিত এজেন্সিতে অংশগ্রহণের ফলে অর্জিত মুনাফার উপরও প্রযোজ্য হইবে।

অনুচ্ছেদ-৯

সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ

- (১) যে ক্ষেত্রে :

- (ক) চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের কোন উদ্যোগ চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রের কোন উদ্যোগের ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রণে অথবা মূলধনে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে; অথবা
- (খ) একই ব্যক্তিবর্গ চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের কোন উদ্যোগের এবং চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রের কোন উদ্যোগের ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণে অথবা মূলধনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুগপৎ অংশগ্রহণ করে,

এবং উভয়ক্ষেত্রে উক্ত উদ্যোগদ্বয়ের বাণিজ্যিক অথবা আর্থিক সম্পর্কের ব্যাপারে আরোপিত শর্তাবলী যদি দুইটি স্বাধীন উদ্যোগের মধ্যে প্রযোজ্য শর্তাবলী হইতে ভিন্নতর তাহা হইলে ঐ শর্তাবলী না থাকিলে যে মুনাফা উক্ত উদ্যোগগুলির যে কোনটির প্রাপ্য হইত কিন্তু উক্ত শর্তাবলীর কারণে প্রাপ্ত হয় নাই, তাহা উক্ত উদ্যোগের মুনাফার অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে এবং তদানুযায়ী করারোপিত হইবে।

- (২) যে ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদনকারী একটি রাষ্ট্রের কোন উদ্যোগের ঐ রাষ্ট্রে করারোপিত মুনাফা চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রের কোন উদ্যোগের মুনাফার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে ও তদানুযায়ী উহার কর ধার্য হইয়াছে এবং উদ্যোগদ্বয়ের মধ্যে স্থিরকৃত শর্তাদি স্বতন্ত্র উদ্যোগদ্বয়ের মধ্যে স্থিরকৃত শর্তাদির অনুরূপ হইলে ঐ অপর রাষ্ট্রের ঐ উদ্যোগ যেরূপ মুনাফা অর্জন করিতে পারিত ঐরূপে অন্তর্ভুক্ত মুনাফাসমূহ তদানুরূপ হয়, সেইরূপ ক্ষেত্রে প্রথমোল্লিখিত রাষ্ট্রে, সেই রাষ্ট্রে ঐ সব মুনাফার উপর আরোপিত করের পরিমাণের সহিত যথাযথ সমন্বয় সাধন করিবে। এইরূপ সমন্বয় নির্ধারণের বেলায় আয়ের প্রকৃতির সহিত সম্পর্কিত এই চুক্তির অন্যান্য বিধানের প্রতি যথারীতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

অধ্যায়-১০

লভ্যাংশ

- (১) চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের নিবাসী কোন কোম্পানী কর্তৃক চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রের কোন নিবাসীকে প্রদত্ত লভ্যাংশ উক্ত অপর রাষ্ট্রে করযোগ্য হইতে পারে।
- (২) তবে, অনুরূপ লভ্যাংশ প্রদানকারী কোম্পানী চুক্তি সম্পাদনকারী যে রাষ্ট্রের নিবাসী সেই রাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী উক্ত লভ্যাংশের উপরে অনুরূপ কর আরোপ করা যাইতে পারে, কিন্তু যদি চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রের নিবাসী হয় তাহা হইলে এইভাবে ধার্যকৃত কর মোট লভ্যাংশের শতকরা ১০ ভাগের অধিক হইবে না। এই প্যারা, কোম্পানীর যে মুনাফা বাবদ উক্ত লভ্যাংশ প্রদান করা হয়, সেই মুনাফা বাবদ কোম্পানীর উপর করারোপণ প্রভাবিত করিবে না।
- (৩) এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত “লভ্যাংশ” অর্থ লভ্যাংশ বিতরণকারী কোম্পানী যে রাষ্ট্রে নিবাসী সেই রাষ্ট্রের আইনানুযায়ী শেয়ার আয়ের ক্ষেত্রে একই করারোপণ শর্তাধীন শেয়ার, জুইসেস শেয়ার বা জুইসেস অধিকার খনিজ শেয়ার বা প্রতিষ্ঠাতা শেয়ার হইতে উদ্ভূত আয় অথবা ঋণের দাবী ব্যতীত মুনাফাজনিত কার্যে নিয়োজিত অন্য সব অধিকার ও অন্যান্য কর্পোরেট অধিকার হইতে উদ্ভূত আয়কে বুঝাইবে।
- (৪) যদি লভ্যাংশের প্রাপক চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের নিবাসী হইয়া চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে যে রাষ্ট্রে স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করেন অথবা অপর রাষ্ট্রে অবস্থিত কোন লভ্যাংশ প্রদানকারী কোম্পানীর ব্যবসা পরিচালিত হইতেছে সেখানে অবস্থিত কোন নির্দিষ্ট অবস্থান হইতে স্বাধীনভাবে পেশাগত সার্ভিস প্রদান করেন এবং যে হোল্ডিং হইতে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে তাহা যদি উক্ত স্থায়ী প্রতিষ্ঠান অথবা নির্দিষ্ট অবস্থানের সহিত কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত থাকে তবে এই ক্ষেত্রে ১ ও ২ প্যারার বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে না। এইরূপ ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রের নিজস্ব আইনানুযায়ী লভ্যাংশের উপর করারোপিত হইবে।
- (৫) চুক্তি সম্পাদনকারী এক দেশের কোম্পানী চুক্তি সম্পাদনকারী অপর দেশে স্থাপিত স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত। ব্যবসা হইতে অর্জিত মুনাফা ৭ অনুচ্ছেদের আওতায় করারোপনের পর অবশিষ্ট অংশের উপর এই অনুচ্ছেদের ২ প্যারা অনুসারে চুক্তি সম্পাদনকারী যে দেশে স্থায়ী প্রতিষ্ঠান অবস্থিত সেই দেশে করারোপিত হইবে।

অনুচ্ছেদ-১১

সুদ

- (১) চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রে উদ্ধৃত এবং চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রের কোন নিবাসীকে প্রদত্ত সুদের উপর উক্ত অপর রাষ্ট্রে কর ধার্য করা যাইতে পারে।
- (২) তবে, যে রাষ্ট্রে এইরূপ সুদ উদ্ধৃত হয় সেই রাষ্ট্রে এবং উক্ত রাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী উক্ত সুদের উপর কর ধার্য করা যাইতে পারে, কিন্তু সুদের সুবিধাভোগী মালিক যদি চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রের নিবাসী হন তবে এইরূপ ধার্যকৃত কর মোট সুদের শতকরা ১০ ভাগের বেশী হইবে না।
- (৩) ২ প্যারায় বর্ণিত বিধানাবলী সত্ত্বেও :
 - (ক) তুরস্কে উদ্ধৃত কোন সুদ যাহা বাংলাদেশ সরকারকে অথবা বাংলাদেশ ব্যাংককে পরিশোধ করিতে হইবে তাহা তুরস্ক কর হইতে অব্যাহতি পাইবে;
 - (খ) বাংলাদেশে উদ্ধৃত কোন সুদ যাহা তুরস্ক সরকারকে বা তুরস্কের কেন্দ্রীয় ব্যাংককে পরিশোধ করিতে হইবে তাহা বাংলাদেশ কর হইতে অব্যাহতি পাইবে।
- (৪) এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত “সুদ” এর অর্থ বলিতে বন্ধকের মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত হউক বা না হউক এবং ঋণ গ্রহীতার মুনাফার অংশগ্রহণের অধিকার থাকুক বা না থাকুক সব ধরণের ঋণদাবী হইতে অর্জিত আয় এবং বিশেষভাবে সরকারী আমানত, বন্ড অথবা ডিবেঞ্চরের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রিমিয়াম ও “প্রাইজ” সমেত এইরূপ জামানত বন্ড অথবা ডিবেঞ্চর হইতে লব্ধ আয়কে বুঝাইবে।
- (৫) সুদের সুবিধাভোগী মালিক এক রাষ্ট্রের নিবাসী হইয়া যদি অপর রাষ্ট্রে যেখানে সুদ উদ্ধৃত হইয়াছে সেখানে অবস্থিত কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কারবার পরিচালনা করেন অথবা উক্ত অপর রাষ্ট্রে সেখানে অবস্থিত কোন নির্দিষ্ট কেন্দ্র হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত সার্ভিস পরিচালনা করেন এবং যে ঋণ দাবীর জন্য সুদ প্রদত্ত হয় সেই ঋণ দাবী উক্ত স্থায়ী প্রতিষ্ঠান বা নির্দিষ্ট কেন্দ্রের সংগে কার্যকর ভাবে সম্পৃক্ত হয় তবে ১, ২ ও ৩ প্যারায় বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে না। এইরূপ ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রের নিজস্ব আইন অনুযায়ী সুদের উপর কর ধার্য হইবে।
- (৬) যখন কোন রাষ্ট্রে স্বয়ং উহার কোন রাজনৈতিক উপ-বিভাগ, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অথবা উক্ত রাষ্ট্রের কোন নিবাসী সুদ দাতা হন তখন উক্ত রাষ্ট্রেই সুদ উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। তবে, যে ব্যক্তি সুদ প্রদান করেন সেই ব্যক্তি কোন রাষ্ট্রের নিবাসী হউন বা না হউন, সেই রাষ্ট্রে যদি তাহার কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠান অথবা নির্দিষ্ট কোন কেন্দ্র থাকে এবং যে ঋণ বাবদ সুদ প্রদান করা হয় তাহা উক্ত প্রতিষ্ঠান অথবা নির্দিষ্ট কেন্দ্র বাবদ হইয়া থাকে এবং উক্ত সুদ যদি ঐ স্থায়ী প্রতিষ্ঠান বা নির্দিষ্ট কেন্দ্র কর্তৃক বহন করা হয় তাহা হইলে এইরূপ সুদ সেই রাষ্ট্রে উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে যে রাষ্ট্রে উক্ত প্রতিষ্ঠান বা নির্দিষ্ট কেন্দ্র অবস্থিত।
- (৭) সুদ দাতা ও সুদের সুবিধাভোগী মালিকদের মধ্য অথবা তাহাদের উভয়ের এবং অপর কোন ব্যক্তির মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক হেতু যে ঋণ দাবী বাবদ সুদ প্রদত্ত হয় উহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঐরূপ সম্পর্কের অবর্তমানে দাতা ও সুবিধাভোগী মালিকের সম্মতিক্রমে যে সুদ স্থিরকৃত হইতে পারিত তাহা অপেক্ষা উক্ত সুদ অধিক হইলে, এই অনুচ্ছেদের বিধানসমূহ কেবল শেষোক্ত পরিমাণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে, প্রদত্ত অর্থের অতিরিক্ত অংশ এই চুক্তির অন্যান্য বিধানের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদানপূর্বক প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিজস্ব আইন অনুযায়ী করযোগ্য হইবে।

অনুচ্ছেদ-১২

রয়্যালটি

- (১) চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রে অর্জিত রয়্যালটি চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রের কোন নিবাসীকে প্রদান করা হইলে তাহা উক্ত অপর রাষ্ট্রে করযোগ্য হইবে।
- (২) তবে চুক্তি সম্পাদনকারী যে রাষ্ট্রে ঐরূপ অর্জিত রয়্যালটির উৎস সেই রাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী উহা সেই রাষ্ট্রেও করযোগ্য হইতে পারে। কিন্তু যদি উক্ত রয়্যালটির সুবিধাভোগী মালিক চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রের নিবাসী হন তাহা হইলে এইরূপ ধার্যকৃত কর রয়্যালটির মোট পরিমাণের শতকরা ১০ ভাগের অধিক হইবে না।
- (৩) এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত “রয়্যালটি” অর্থ কোন সাহিত্য, শিল্পকর্ম অথবা বিজ্ঞান গ্রন্থের গ্রন্থ স্বত্ব (কপি রাইট) এবং তৎসহ চলচ্চিত্র প্রদর্শনী যন্ত্রের ফিল্ম ব্যবহার বা ব্যবহারের অধিকারের বিনিময়ে, অথবা কোন পেটেন্ট, ট্রেড মার্ক, নম্বা বা মডেল, গোপন ফর্মুলা বা প্রক্রিয়া অথবা শিল্প বাণিজ্য সম্পর্কিত বা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরঞ্জাম অথবা শিল্প বাণিজ্য বা বিজ্ঞান বিষয়ক অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত তথ্যাদির ব্যবহারের বা ব্যবহারের অধিকারের বিনিময়ে প্রাপ্ত যে কোন প্রকার অর্থাদি।
- (৪) এই অনুচ্ছেদের ১ ও ২ প্যারার বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে না যদি রয়্যালটির সুবিধাভোগী মালিক চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের নিবাসী হইয়া যে রাষ্ট্রে রয়্যালটির উদ্ভূত হইয়াছে, চুক্তি সম্পাদনকারী সেই অপর রাষ্ট্রের অবস্থিত কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কারবার পরিচালনা করেন অথবা সেই অপর রাষ্ট্রে অবস্থিত কোন নির্দিষ্ট কেন্দ্র হইতে উক্ত অপর রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত সার্ভিস প্রদান করেন এবং যে অধিকার অথবা সম্পত্তি বাবদ উক্ত রয়্যালটি প্রদান করা হয় তাহা যদি এইরূপ স্থায়ী প্রতিষ্ঠান বা নির্দিষ্ট কেন্দ্রের সহিত সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে, চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রের নিজস্ব আইন অনুযায়ী রয়্যালটি করারোপযোগ্য হইবে।
- (৫) চুক্তি সম্পাদনকারী কোন রাষ্ট্রে রয়্যালটি তখনই উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে যখন রয়্যালটির দাতা স্বয়ং সেই রাষ্ট্রে কোন রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক উপ-বিভাগ, কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অথবা উক্ত রাষ্ট্রের কোন অধিবাসী হইবেন। তবে রয়্যালটি গ্রহণকারী কোন ব্যক্তি চুক্তি সম্পাদনকারী কোন রাষ্ট্রের নিবাসী হউন বা না হউন, চুক্তি সম্পাদনকারী কোন রাষ্ট্রে যদি তাহার কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠান বা নির্দিষ্ট কেন্দ্র থাকে এবং যাহার ব্যাপারে রয়্যালটি প্রদানের বাধ্যবাধকতা উদ্ভূত হইয়াছে এবং রয়্যালটি ঐ প্রতিষ্ঠান বা কেন্দ্রকে বহন করিতে হয়, তাহা হইলে উক্ত রয়্যালটি চুক্তি সম্পাদনকারী সেই রাষ্ট্রে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে যে রাষ্ট্রে উক্ত স্থায়ী প্রতিষ্ঠান বা নির্দিষ্ট কেন্দ্র অবস্থিত।
- (৬) যে ক্ষেত্রে রয়্যালটি প্রদানকারী এবং রয়্যালটির সুবিধাভোগী মালিকের মধ্যে অথবা তাহাদের উভয়ের ও অপর কোন ব্যক্তির মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক হেতু রয়্যালটির ব্যবহার অধিকার অথবা যে তথ্য বাবদ রয়্যালটি প্রদত্ত হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রদত্ত রয়্যালটির পরিমাণ এইরূপ সম্পর্কের অবর্তমানে উক্ত রয়্যালটি প্রদানকারী এবং উহার সুবিধাভোগী মালিকের সম্মতিক্রমে স্থিরকৃত পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হয় সেইক্ষেত্রে অনুচ্ছেদের বিধানাবলী কেবলমাত্র শেষোক্ত পরিমাণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রদত্ত রয়্যালটির অতিরিক্ত অংশ এই চুক্তির অন্যান্য বিধানের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদানপূর্বক চুক্তি সম্পাদনকারী প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিজ নিজ আইন অনুযায়ী করযোগ্য হইবে।

অনুচ্ছেদ-১৩

মূলধনী মুনাফা

- (১) ৬ অনুচ্ছেদে বর্ণিত এবং চুক্তি সম্পাদনকারী অন্য রাষ্ট্রে অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের ফলে কোন নিবাসী কর্তৃক কোন মুনাফা অর্জিত হইলে তাহা উক্ত অন্য রাষ্ট্রে করযোগ্য হইতে পারে।
- (২) চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের কোন উদ্যোগের মালিকানাধীন চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে অবস্থিত কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের কারবারী সম্পত্তির অংশ বিশেষ এমন অস্থাবর সম্পত্তি অথবা ব্যক্তিগত পেশাগত কার্যাদি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের কোন নিবাসীর ব্যবহারের জন্য চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে অবস্থিত কোন নির্দিষ্ট কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট কোন অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর বাবদ প্রাপ্ত মূলধনী মুনাফা, উক্ত স্থায়ী প্রতিষ্ঠান (এককভাবে অথবা সমগ্র উদ্যোগ সমেত) অথবা এইরূপ নির্দিষ্ট কেন্দ্র হস্তান্তর বাবদ প্রাপ্ত অনুরূপ মুনাফা উক্ত অপর রাষ্ট্রে করযোগ্য হইতে পারে।
- (৩) আন্তর্জাতিক পরিবহন পথে পরিচালিত জাহাজ, বিমান অথবা সড়ক পরিবহন এইরূপ জাহাজ, বিমান অথবা সড়ক পরিবহন পরিচালিত তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের ফলে প্রাপ্ত মূলধনী মুনাফা যে চুক্তি সম্পাদনকারী রাষ্ট্রের উক্ত এন্টারপ্রাইজ নিবাসী কেবল সেই রাষ্ট্রেই করযোগ্য হইবে।
- (৪) ১, ২ ও ৩ প্যারাসমূহে উল্লেখিত সম্পত্তি ব্যতীত অন্য কোন সম্পত্তি হস্তান্তরের ফলে প্রাপ্ত মূলধনী মুনাফা, হস্তান্তরকারী যে চুক্তি সম্পাদনকারী রাষ্ট্রের নিবাসী কেবল সেই রাষ্ট্রেই করযোগ্য হইবে।

অনুচ্ছেদ-১৪

স্বাধীন ব্যক্তিগত কার্যাদি

- (১) পেশাগত কার্যাদি অথবা স্বতন্ত্র ধরনের অন্যান্য কার্যাবলী বাবদ চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের অধিবাসী কর্তৃক অর্জিত আয় কেবলমাত্র উক্ত রাষ্ট্রেই করযোগ্য হইবে। তবে নিম্নবর্ণিত যে কোন একটি অবস্থার প্রেক্ষিতেই কোন ব্যক্তির অনুরূপ আয় চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে করযোগ্য হইতে পারে :
 - (ক) যদি চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে তাহার কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তাহার নিয়মিত ব্যবহার্য কোন নির্দিষ্ট কেন্দ্র থাকে তবে শর্ত এই যে আয়ের যতটুকু অংশ ঐ নির্দিষ্ট কেন্দ্রের সহিত সম্পর্কযুক্ত কেবলমাত্র ততটুকু চুক্তি সম্পাদনকারী উক্ত অপর রাষ্ট্রে করযোগ্য হইবে, অথবা
 - (খ) যদি চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে তাহার কার্যাদি সম্পাদনার্থে সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরে তাহার অবস্থান সাকুল্যে ১৮০ বা ততোধিক দিন হয় সে ক্ষেত্রে তাহার উক্ত কার্যাদি বাবদ যে পরিমাণ আয় উক্ত অপর রাষ্ট্রে অর্জিত হইয়াছে সেই পরিমাণ আয় ঐ রাষ্ট্রে করযোগ্য হইবে।
- (২) “পেশাগত কার্যাদি” বলিতে বিশেষভাবে বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, শিক্ষা অথবা শিক্ষাদান বিষয়ক স্বতন্ত্র কার্যাদি বুঝাইবে এবং চিকিৎসক, শৈল চিকিৎসক, আইনজীবী, প্রকৌশলী, স্থপতি, দস্ত চিকিৎসক ও হিসাব রক্ষকের কার্যাবলীও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

অনুচ্ছেদ-১৫

নির্ভরশীল ব্যক্তিগত কার্যাদি

- (১) ১৬, ১৮, ১৯, ২০ ও ২১ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী সাপেক্ষে, চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের নিবাসী কর্তৃক সম্পাদিত কর্ম বাবদ প্রাপ্ত বেতন, মজুরী ও অনুরূপ অন্যান্য পারিশ্রমিক উক্ত রাষ্ট্রেই করযোগ্য হইবে, যদি উক্ত কর্ম, চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে সম্পাদিত না হয়। যদি উক্ত কর্ম অনুরূপভাবে সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে উহা হইতে অর্জিত পারিশ্রমিক উক্ত অপর রাষ্ট্রেই করযোগ্য হইবে।
- (২) প্যারা ১ এর বিধানাবলীতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের নিবাসী কর্তৃক চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে সম্পাদিত কোন কর্মবাবদ প্রাপ্ত পারিশ্রমিক কেবলমাত্র প্রথমোক্ত রাষ্ট্রেই করযোগ্য হইবে, যদি :
- (ক) প্রাপক উক্ত অপর রাষ্ট্রে সংশ্লিষ্ট কর বৎসরে অনধিক সর্বমোট ১৮৩ দিনের মেয়াদ বা মেয়াদসমূহের জন্য অবস্থান করিয়া থাকেন, এবং
- (খ) উক্ত অপর রাষ্ট্রের নিবাসী নহেন এইরূপ কোন নিয়োগকর্তা কর্তৃক অথবা তাহার পক্ষে উক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়, এবং
- (গ) নিয়োগকর্তার মালিকানাধীন অপর রাষ্ট্রে অবস্থিত কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠান বা নির্দিষ্ট কেন্দ্র কর্তৃক পারিশ্রমিক বহন না হইয়া থাকে।
- (৩) এই অনুচ্ছেদের পূর্ববর্তী বিধানাবলীতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আন্তর্জাতিক পরিবহনে কোন উদ্যোগ কর্তৃক পরিচালিত কোন জাহাজ, বিমান বা সড়ক পরিবহনের উপর সম্পাদিত কার্যাদি হইতে অর্জিত পারিশ্রমিক চুক্তি সম্পাদনকারী সেই রাষ্ট্রেই করযোগ্য হইবে।

অনুচ্ছেদ-১৬

পরিচালকের ফিস

চুক্তি সম্পাদনকারী এ রাষ্ট্রের কোন নিবাসী তাহার যোগ্যতার বলে চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রের কোন নিবাসী কোন কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যরূপে অর্জিত পরিচালকের পিস বা অনুরূপ অর্থ চুক্তি সম্পাদনকারী উক্ত অপর রাষ্ট্রেই করযোগ্য হইবে পারে।

অনুচ্ছেদ-১৭

শিল্পী ও ক্রীড়াবিদ

- (১) ১৪ ও ১৫ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের নিবাসী কর্তৃক নাট্য বা চলচ্চিত্র, বেতার বা টেলিভিশন শিল্প কিংবা সংগীতজ্ঞের ন্যায় চিত্তবিনোদনকারী অথবা ক্রীড়াবিদ হিসাবে চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে সম্পাদিত তাহার ব্যক্তিগত কার্যাবলী ও ক্রীড়াকলাপ প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্জিত আয় উক্ত অপর রাষ্ট্রেই করযোগ্য হইবে।

- (২) যে ক্ষেত্রে কোন চিত্তবিনোদনকারী অথবা ক্রীড়াবিদ কর্তৃক ব্যক্তিগত ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শনের বিনিময়ে লব্ধ আয় তাহার নিজের কাছে জমা না হইয়া অন্য কোন ব্যক্তির নিকট জমা হয় সে ক্ষেত্রে উক্ত আয় ৭, ১৪ এবং ১৫ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, চুক্তি সম্পাদনকারী যে রাষ্ট্রে চিত্তবিনোদনকারী কিংবা ক্রীড়াবিদের অনুরূপ ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শিত হয় সেই রাষ্ট্রে করযোগ্য হইবে।
- (৩) ১ ও ২ প্যারাতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, চুক্তি সম্পাদনকারী দেশের কোন চিত্তবিনোদনকারী অথবা ক্রীড়াবিদ অপর দেশে সফর করিলে এবং ইহার সমুদয় অথবা অধিকাংশ খরচ যদি অপর চুক্তি সম্পাদনকারী দেশের পাবলিক ফান্ড হইতে প্রদান করা হয় তাহা হইলে উক্ত অর্থ চুক্তি সম্পাদনকারী অপর দেশে করমুক্ত থাকিবে।

অনুচ্ছেদ-১৮

অবসর ভাতা

১৯ অনুচ্ছেদের ১ প্যারার বিধানাবলী সাপেক্ষে চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের নিবাসীকে তাহার চাকুরীর বিনিময়ে প্রদত্ত অবসর ভাতা ও অনুরূপ অন্যান্য পারিশ্রমিক কেবল উক্ত রাষ্ট্রেই করযোগ্য হইবে।

অনুচ্ছেদ-১৯

সরকারী চাকুরী

- (১) চুক্তি সম্পাদনকারী কোন রাষ্ট্রে বা উহার কোন রাজনৈতিক উপ-বিভাগ বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যদি উক্ত রাষ্ট্রে বা উপ-বিভাগ বা কর্তৃপক্ষকে সরকারী প্রকৃতির কার্যাদির অনুরূপ কার্যাদির বিনিময়ে কোন ব্যক্তিকে অবসর ভাতাসহ বেতন, মজুরী এবং অনুরূপ পারিশ্রমিক প্রদান করেন, তাহা হইলে উক্ত পারিশ্রমিক কেবল উক্ত রাষ্ট্রেই করযোগ্য হইবে।
- (২) ১৫, ১৬, ১৭ এবং ১৮ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী চুক্তি সম্পাদনকারী কোন এক রাষ্ট্রে বা উহার কোন রাজনৈতিক উপ-বিভাগ বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত কোন ব্যবসা বা কারবারের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন সেবা প্রদানের জন্য বেতন, মজুরী এবং অনুরূপ পারিশ্রমিক ও অবসর ভাতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

অনুচ্ছেদ-২০

শিক্ষক এবং গবেষকবৃন্দ

কোন ব্যক্তি যদি চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে সফরের অব্যবহিত পূর্বে চুক্তি সম্পাদনকারী রাষ্ট্রে নিবাসী ছিলেন বা আছেন এবং ঐ অপর রাষ্ট্রের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল অথবা অন্য একই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কেবলমাত্র শিক্ষকতা বা গবেষণা উভয় কাজের চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে অনধিক দুই বৎসর মেয়াদের জন্য সফর করেন তাহা হইলে এইরূপ শিক্ষকতা বা গবেষণা বা উভয় বাবদ প্রাপ্ত পারিশ্রমিক উক্ত অপর রাষ্ট্রে করমুক্ত থাকিবে।

অনুচ্ছেদ-২১
ছাত্র ও শিক্ষানবিশ

কোন ব্যক্তি যিনি চুক্তি সম্পাদনকারী রাষ্ট্র সফরের অব্যবহিত পূর্বে চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রের নিবাসী ছিলেন এবং প্রথমোক্ত চুক্তি সম্পাদনকারী রাষ্ট্রে যাহার সফরের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র :

- (ক) কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্যান্য স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন;
- (খ) ব্যবসা বা পেশা পরিচালনায় যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ;
- (গ) সরকার, ধর্মীয় সংস্থা, দাতব্য সংস্থা, বৈজ্ঞানিক সংস্থা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত অনুদান, ভাতা বা পুরস্কার দ্বারা অধ্যয়ন বা গবেষণা পরিচালনা, উক্ত অপর রাষ্ট্রে নিম্নলিখিত আয়ের ক্ষেত্রে কর অব্যাহতি পাইবেন :
- (ক) তাহার নিজের ভরণ পোষণ, শিক্ষা, অধ্যয়ন, গবেষণা বা প্রশিক্ষণ বাবদ খরচ মিটানোর উদ্দেশ্যে বিদেশ হইতে প্রাপ্ত অর্থ;
- (খ) অনুদান, ভাতা বা পুরস্কার।

অনুচ্ছেদ-২২
অন্যান্য আয়

- (১) চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের কোন নিবাসীর আয়ের আইটেমসমূহ যাহা এই চুক্তির পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হয় নাই তাহা যে রাষ্ট্রেই উদ্ভূত হইক না কোন উক্ত আয় কেবল উক্ত রাষ্ট্রেই করযোগ্য হইবে।
- (২) প্যারা ১-এর বিধানাবলী যাহা স্থাবর সম্পত্তির আয় হিসাবে অনুচ্ছেদ ৬ এর ২ প্যারায় বর্ণিত হইয়াছে উহা ভিন্ন অন্য কোন আয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যদি এইরূপ আয়ের গ্রহীতা প্রাপক চুক্তি সম্পাদনকারী একটি দেশের নিবাসী হইয়া চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে অবস্থিত কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করেন অথবা উক্ত অপর রাষ্ট্রে অবস্থিত কোন নির্দিষ্ট কেন্দ্র হইতে স্বাধীনভাবে ব্যক্তিগত কার্যাদি পরিচালনা করেন এবং যে সম্পত্তি হইতে আয় প্রদান করা হইয়াছে সেই সম্পত্তির স্বত্ব কার্যকরভাবে অনুরূপ স্থায়ী প্রতিষ্ঠান বা নির্দিষ্ট কেন্দ্রের সহিত সম্পর্কিত হয় এইরূপ ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ৭ অথবা ১৪ এর বিধানাবলী কার্যকর হইবে।

অনুচ্ছেদ-২৩
দৈত করারোপণ পরিহারকরণ পদ্ধতি

- (১) তুরস্কের ক্ষেত্রে দৈত করারোপন নিম্নরূপ পদ্ধতিতে পরিহার করা হইবে :
- (ক) এই চুক্তির বিধানাবলীর আওতায় প্যারা (খ) তে বর্ণিত আয় ব্যতিত যে ক্ষেত্রে তুরস্কের কোন নিবাসীর আয় বাংলাদেশে করযোগ্য হইতে পারে; সেই ক্ষেত্রে তুরস্ক এইরূপ আয়কে কর হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবে, কিন্তু উক্ত ব্যক্তির অবশিষ্ট আয়ের উপর কর নিরূপণের ক্ষেত্রে সেইরূপ কর হার প্রযোজ্য হইবে। যদি করমুক্ত আয় করমুক্ত না হইলে উক্ত আয়ের উপর যে রূপ হার প্রযোজ্য হইত।
- (খ) তুরস্ক নিবাসী কোন ব্যক্তির বাংলাদেশে উদ্ভূত আয় এই চুক্তির ১০, ১১ এবং ১২ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে বাংলাদেশ করারোপিত হইতে পারে এবং এই ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির বাংলাদেশে প্রদত্ত করের সমপরিমাণ অংক তুরস্ক প্রদেয় কর হইতে বিয়োজন করিতে হইবে।

(২) বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দৈত করারোপণ নিম্নরূপ পদ্ধতিতে পরিহার করা হইবে :—

- (ক) সাব-প্যারা (গ) এর বিধানাবলী সাপেক্ষে বাংলাদেশে নিবাসী কোন ব্যক্তির তুরক্ষে উদ্ধৃত আয় এই চুক্তির বিধান অনুসারে তুরক্ষে করারোপিত হইতে পারে এবং এই ক্ষেত্রে উক্ত নিবাসী ব্যক্তির তুরক্ষে প্রদত্ত করের সমপরিমাণ অংক বাংলাদেশে প্রদেয় কর হইতে বিয়োজন করিতে হইবে।
- (খ) এইরূপ বিয়োজনে তুরক্ষে করারোপিত হইতে পারে ঐরূপ আয়ের ক্ষেত্রে বিয়োজন পূর্ববর্তী আয়ের বেশী হইতে পারিবে না।
- (গ) বাংলাদেশে নিবাসী কোন ব্যক্তির তুরক্ষে উদ্ধৃত আয় এই চুক্তির বিধান অনুসারে কেবলমাত্র তুরক্ষেই করযোগ্য হইলে, এই আয় বাংলাদেশে তাহার আয়ের সহিত যুক্ত হইবে, তবে তুরক্ষে উদ্ধৃত আয়ের উপর আরোপণীয় করের সমপরিমাণ অংক বাংলাদেশে প্রদেয় আয়কর হইতে বিয়োজন করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ-২৪

অবৈষম্য

- (১) চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের নাগরিকগণ যেরূপ পরিস্থিতিতে কোন কর ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় আওতাধীন হইয়া থাকেন বা হইতে পারেন সেইরূপ পরিস্থিতিতে চুক্তি সম্পাদনকারী উক্ত অপর রাষ্ট্রের নাগরিকগণ প্রথমোক্ত রাষ্ট্রে ভিন্নতর বা অধিকতর দুর্বহ কোন কর বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রয়োজনের আওতাধীন হইবে না। ১ অনুচ্ছেদের বিধানবলীতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই প্যারার বিধান চুক্তি সম্পাদনকারী একটি বা উভয় রাষ্ট্রের নিবাসী নয় এইরূপ ব্যক্তিদের প্রতিও প্রযোজ্য হইবে।
- (২) চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের কোন উদ্যোগ এর কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠান চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে অবস্থিত থাকিয়া উক্ত অপর রাষ্ট্রের কোন উদ্যোগের ন্যায় একই ধরনের কার্যাবলী পরিচালনা করিতে থাকিলে উক্ত উদ্যোগের উপর ধার্যযোগ্য কর উক্ত অপর রাষ্ট্রের উদ্যোগের উপর আরোপিত করের ন্যায় সমদৃষ্টিভাঙ্গী লইয়া আরোপণ করা হইবে। এই অনুচ্ছেদের কোন কিছু চুক্তি সম্পাদনকারী একটি রাষ্ট্রে ইহার নিজ অধিবাসীকে নাগরিক মর্যাদা বা পারিবারিক দায়িত্বের কারণে করারোপণের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তিগত ভাতা, সাহায্য এবং কর হ্রাস মঞ্জুর করিয়া থাকে বলিয়া চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রের অধিবাসীকে প্রদানের জন্য ঐ রাষ্ট্রকে বাধ্য করিতেছে বলিয়া বুঝাইবে না।
- (৩) যে ক্ষেত্রে ৯ অনুচ্ছেদের ১ প্যারা, ১১ অনুচ্ছেদের ৭ প্যারা অথবা ১২ অনুচ্ছেদের ৬ প্যারার বিধানাবলী প্রযোজ্য সে ক্ষেত্রে ব্যতীত চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের কোন উদ্যোগ কর্তৃক চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রের কেবল নিবাসীকে প্রদত্ত সুদ, রয়্যালটি ও অন্যান্য প্রাপ্য অর্থাৎ অনুরূপ উদ্যোগের করযোগ্য মুনাফা নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে প্রথমোক্ত রাষ্ট্রের কোন নিবাসীকে একই অবস্থার প্রেক্ষিতে তাহা প্রদত্ত হইলে যেরূপ নির্ধারণ করা হইত তাহা একইরূপে নির্ধারণ করা হইবে।

- (৪) চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের উদ্যোগসমূহ এর সমুদয় পুঁজি বা উহার অংশবিশেষ চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রে এক বা একাধিক অনিবাসীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রনাধীন হইলে প্রথমোক্ত রাষ্ট্রের এইরূপ অন্যান্য উদ্যোগ যে কর অথবা তৎসংশ্লিষ্ট প্রয়োজনের আওতাধীন হইয়া থাকেন বা হইতে পারেন প্রথমোক্ত রাষ্ট্রের সেই সকল উদ্যোগ ভিন্নতর বা অধিকতর দূর্বহ কর বা তৎসংশ্লিষ্ট প্রয়োজনের আওতাধীন হইবে না।
- (৫) এই অনুচ্ছেদে “করারোপণ” (Taxation) বলিতে এই চুক্তির আওতাধীন করসমূহ বুঝাইবে।

অনুচ্ছেদ-২৫

পারস্পরিক চুক্তির কার্যপদ্ধতি

- (১) যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি মনে করেন যে, চুক্তি সম্পাদনকারী এক বা উভয় রাষ্ট্রের গৃহীত ব্যবস্থার ফলে তাহার উপর এই চুক্তির বিধানাবলীর পরিপন্থী করারোপন করা হইয়াছে অথবা হইবে, সে ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদনকারী সকল রাষ্ট্রের জাতীয় আইনের দ্বারা বা স্থিত প্রতিকার সত্ত্বেও প্রতিকারের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণকারী তিনি চুক্তি সম্পাদনকারী যে রাষ্ট্রের অনিবাসী সেই রাষ্ট্রের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট অথবা যদি তাহার বিষয় ২৪ অনুচ্ছেদের ১ প্যারার আওতাধীন হয় তাহা হইলে চুক্তি সম্পাদনকারী যে রাষ্ট্রের তিনি নাগরিক সেই রাষ্ট্রের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার বিষয়টি পেশ করিতে পারিবেন।
- (২) যদি আপত্তিটি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট ন্যায়সংগত বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং যদি উক্ত কর্তৃপক্ষ স্বয়ং উহার সূচু সমাধানে উপনীত হইতে অপারগ হন, তাহা হইলে এই চুক্তির বরখেলাপে আরোপিত করারোপন পরিহারের উদ্দেশ্যে উক্ত চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সহতি পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার প্রচেষ্টা চালাইবেন। প্যারা-১ এর বিধানাবলী অনুযায়ী পেশকৃত কোন বিষয় সম্পর্কে মতৈক্য হইলে তাহা চুক্তি সম্পাদনকারী রাষ্ট্রসমূহের নিজ নিজ আইন অনুযায়ী সময়সীমা সত্ত্বেও বাস্তবায়ন করা হইবে।
- (৩) এই চুক্তির ব্যাখ্যায় অর্থ বা প্রয়োগে কোন জটিলতা বা সংশয়ের ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদনকারী রাষ্ট্রসমূহের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষগণ পারস্পরিক মতৈক্যের ভিত্তিতে তাহা নিরূপণের জন্য প্রচেষ্টা চালাইবেন।
- (৪) চুক্তি সম্পাদনকারী রাষ্ট্রসমূহের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষগণ এই চুক্তির পূর্ববর্তী প্যারাসমূহের আলোকে মতৈক্যে উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্যে পরস্পরের সহিত সরাসরি যোগাযোগ করিতে পারিবেন। মৌখিক মত বিনিময়ের লক্ষ্যে যখন মতৈক্যে উপনীত হওয়া সমীচীন মনে হইবে, তখন চুক্তি সম্পাদনকারী দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে গঠিত মত বিনিময়ের জন্য বৈঠক করিতে পারিবেন।

অনুচ্ছেদ-২৬

তথ্য বিনিময়

(১) চুক্তি সম্পাদনকারী রাষ্ট্রসমূহের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষগণ এই চুক্তির বিধানাবলী পালনের জন্য অথবা এই চুক্তির আওতাভুক্ত করসমূহ, করারোপনের ক্ষেত্রে যাহা চুক্তির বরখেলাপী হইবে না তৎসম্পর্কে চুক্তি সম্পাদনকারী রাষ্ট্রসমূহের নিজ নিজ দেশের আইন প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য বিনিময় করিবেন। এই তথ্য বিনিময় ১ অনুচ্ছেদ দ্বারা ব্যাহত হইবে না। চুক্তি সম্পাদনকারী কোন রাষ্ট্র কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্য উক্ত রাষ্ট্রের দেশীয় আইনাবলীতে প্রাপ্ত তথ্যের মত একই পদ্ধতিতে সমভাবে গোপনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং শুধুমাত্র এই চুক্তির আওতাভুক্ত করসমূহের ক্ষেত্রে করারোপন বা কর আদায় বলবৎ তদ্বিষয়ে বলবৎকরণ বা তদ্বিষয়ে অভিযুক্তকরণ কিংবা তৎসংশ্লিষ্ট আপীল নিষ্পত্তিকরণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বা কর্তৃপক্ষের (আদালত এবং প্রশাসনিক সংস্থাসহ) নিকটে তাহা প্রকাশ করা যাইবে। এইরূপ ব্যক্তিবর্গ বা কর্তৃপক্ষ কেবল এতদুদ্দেশ্যেই এই তথ্যকে ব্যবহার করিবেন। তাহারা প্রকাশ্য আদালতের কার্যধারা কিংবা বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেই এই তথ্য প্রকাশ করিতে পারিবেন।

(২) নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কোন অবস্থায়ই ১ প্যারার বিধানাবলী চুক্তি সম্পাদনকারী এক রাষ্ট্রের উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করিতেছে বলিয়া কোন অবস্থাতেই ব্যাখ্যা করা যাইবে না :

- (ক) চুক্তি সম্পাদনকারী ঐ রাষ্ট্র বা অন্য রাষ্ট্রের আইনসমূহ অথবা প্রশাসনিক রীতির পরিপন্থী কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থা কার্যকর করা;
- (খ) চুক্তি সম্পাদনকারী উক্ত রাষ্ট্রের বা অন্য রাষ্ট্রের আইনসমূহের অধীনে অথবা স্বাভাবিক প্রশাসনিক পদ্ধতি অনুযায়ী প্রাপ্তব্য নহে তাহা সরবরাহ করা;
- (গ) কোন ব্যবসা, কারবার, শিল্প, বাণিজ্য পেশা সংক্রান্ত গোপনীয়তা বা ব্যবসা সংক্রান্ত পদ্ধতি ফাঁস হইয়া যায় এমন কোন তথ্য সরবরাহ করা অথবা যে তথ্য প্রকাশ করা সরকারী নীতির পরিপন্থী হইতে পারে এইরূপ কোন তথ্য সরবরাহ করা।

অনুচ্ছেদ-২৭

কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক দূতাবাসের অফিসারবৃন্দ

এই চুক্তি কোন কিছু আন্তর্জাতিক আইনের নিয়মাবলী অথবা বিশেষ চুক্তির বিধানাবলীর আওতায় কূটনৈতিক প্রতিনিধি অথবা বাণিজ্যিক দূতাবাসের সদস্যবৃন্দকে প্রদত্ত আর্থিক সুযোগ-সুবিধা ব্যাহত করিবে না।

অনুচ্ছেদ-২৮

বলবৎ হওয়া

- (১) এই চুক্তি বলবৎ করার জন্য সাংবিধানিক প্রয়োজনীয়তা পরিপালিত হইয়াছে মর্মে চুক্তি সম্পাদনকারী রাষ্ট্রদ্বয়ের সরকার একে অপরকে অবহিত করিবে।
- (২) অবহিতকরণ পত্রের তারিখে চুক্তিটি বলবৎ হইবে এবং ইহার বিধানাবলী কার্যকর হইবে :

(ক) তুরস্কের ক্ষেত্রে :

- (১) চুক্তি বলবৎ হওয়ার পরবর্তী ১লা জানুয়ারী বা উহার পরে পরিশোধিত বা জমাকৃত উৎসে কর্তনকৃত করের ক্ষেত্রে;
- (২) চুক্তি বলবৎ হওয়ার পরবর্তী ১লা জানুয়ারী বা উহার পরে আরম্ভ কোন কর বৎসরের করের ব্যাপারে।

(খ) বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, যে বৎসরে এই চুক্তি বলবৎ উহার পরবর্তী পঞ্জীকা বৎসরের পহেলা জুলাই বা উহার পরে আরম্ভ কোন কর বৎসরের জন্য করের ব্যাপারে।

অনুচ্ছেদ-২৯

অবসান

চুক্তি সম্পাদনকারী রাষ্ট্রসমূহের কোন এক রাষ্ট্র এই চুক্তির অবসান না ঘটানো পর্যন্ত এই চুক্তি বলবৎ থাকিবে। চুক্তি সম্পাদনকারী যে কোন রাষ্ট্র চুক্তি সম্পাদনকারী অপর রাষ্ট্রকে কুটনৈতিক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যে তারিখে চুক্তিটি অনুমোদিত হইয়াছে সেই তারিখ হইতে পঞ্চম বৎসরের ৩০শে জুনের পূর্বে লিখিত নোটিশ দ্বারা চুক্তির অবসান ঘটাইতে পারিবে। এইরূপ ক্ষেত্রে চুক্তিটি বাতিল হইবে।

(ক) তুরস্কের ক্ষেত্রে :

- (১) যে বৎসর অবসানের নোটিশ প্রদান করা হয়, সেই পঞ্জীকা বৎসর শেষ হওয়ার পর হইতে পরিশোধিত বা জমাকৃত উৎসে কর্তনকৃত করের ব্যাপারে।
- (২) যে বৎসর অবসানের নোটিশ প্রদান করা হয়, সেই পঞ্জীকা বৎসরের পর হইতে আরম্ভ কর বৎসরের করের ব্যাপারে।

(খ) বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যে বৎসর অবসানের নোটিশ প্রদান করা হয়, উহার পরবর্তী পঞ্জীকা বৎসরের ১লা জুলাই বা উহার পর হইতে আরম্ভ কর বৎসরের করের ব্যাপারে।

এই চুক্তির সাক্ষী স্বরূপ এতদ্বিষয়ে নিম্ন স্বাক্ষরকারীগণ তাহাদের নিজ নিজ সরকার কর্তৃক যথাযথভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া এই চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন।

অদ্য ১৯৯৯ সালের অক্টোবর মাসের ৩১ তারিখে আঙ্কারা স্থানে বাংলা, তুর্কী এবং ইংরেজী ভাষায় ইহার দুইটি মূল লিপি সম্পাদিত হইল; চুক্তির প্রত্যেকটি পাঠ্যই সমভাবে প্রমাণ্য। তবে, ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কোনরূপ মতানৈক্যের সৃষ্টি হইলে ইহার ইংরেজী পাঠ্যই প্রাধান্য পাইবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে
স্বাক্ষরিত/(সি. এম. শফি সামি)

প্রজাতন্ত্রী তুরস্ক সরকারের পক্ষে
স্বাক্ষরিত/(আরডোগ্যান ওনার)

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
এ এস জহির মোহাম্মদ
অতিরিক্ত সচিব (পদাধিকারবলে)।

মোঃ নূর-নবী (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।